নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বিশ্ব অর্থনীতি

২০২১ সালের শুরুতে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির পর ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে তা হ্রাস পেতে থাকে। এসময়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ ক্রমবর্ধমান সুদহার বজায় রাখা সত্ত্বেও অনুকূল চাহিদা ও যোগানের ফলে কর্মস্থান এবং আয় বৃদ্ধি স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। তবে রাজস্ব খাতে সরকারি ব্যয়ের কৃচ্ছ্রসাধন, কোভিড-১৯ অতিমারির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত এবং ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক বিভাজন বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে শ্লথ করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) কর্তৃক এপ্রিল, ২০২৪ এ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO) অনুযায়ী বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি গত ২০২৩ সালে ছিল ৩.২ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির এই লক্ষ্যমাত্রা ২০২৪ ও ২০২৫ সালে একই থাকবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২৩ সালে ছিল ১.৬ শতাংশ, যা পরবর্তী দুই বছর ০.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হারে বৃদ্ধি পাবে মর্মে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২৩ সালের ২.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ সালে ২.৭ শতাংশ এবং ২০২৫ সালে ২.৯ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মেও পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে।

অন্যদিকে, উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ২০২৩ সালের ৪.৩ শতাংশ থেকে ০.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ২০২৪ এবং ২০২৫ উভয় বছরে ৪.২ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২৩ সালের ৫.২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালে ৪.৬ শতাংশ এবং ২০২৫ সালে ৪.১ শতাংশ হবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী উচ্চ মূল্যস্ফীতির পর ২০২৩ সালের শেষের দিকে বেশিরভাগ অর্থনীতির মূল্যস্ফীতি প্রাক-অতিমারির পর্যায়ে পৌঁছেছে। বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ২০২৩ সালের ৬.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালে ৫.৯ শতাংশ এবং ২০২৫ সালে ৪.৫ শতাংশে হ্রাস পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের অর্থনীতি কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী দশকে (২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯) গড়ে ৭.১৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায় (২০১৫-১৬ ভিত্তি বছর)। কোভিডকালীন সময়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩.৪৫ শতাংশে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রণোদনাসহ সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপের ফলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ায় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৯৪ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে তা ৭.১০ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনীতির অস্থিরতা এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও প্রতিফলিত হচ্ছে। বিবিএস এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫.৭৮ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৫.৮২ শতাংশ।

বিবিএস এর সাময়িক হিসাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ৩,০৬,১৪৪ টাকা (২,৭৮৪ মার্কিন ডলার), পূর্ববর্তী ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ২,৭৩,৩৬০ টাকা (২,৭৪৯ মার্কিন ডলার)। সাময়িক হিসাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭৪.২৪ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ৭২.৩৯ শতাংশে দাঁড়াবে। একই সময়ে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপি'র ৩০.৯৮ শতাংশে দাঁড়াতে পারে, যার মধ্যে সরকারি বিনিয়োগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে জিডিপি'র ৭.৪৭ শতাংশ এবং ২৩.৫১ শতাংশ।

বিগত এক দশকেরও বেশি সময় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, করোনা অতিমারি ইত্যাদির মাঝেও সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬ শতাংশের নিচে যা ২০২১-২২ অর্থবছরে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৬.১৫ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্য, সার ও জ্বালানি সরবরাহ ঝুঁকির সম্মুখীন হয় এবং এসকল পণ্যের মূল্য দ্রুত বাড়তে থাকে। এর প্রভাব বাংলাদেশের উপরও পড়ে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছর মূল্যস্ফীতি ৯.০২ শতাংশে পৌঁছায়। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধ

থেকে মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা কমলেও এপ্রিল মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৭৪ শতাংশে পৌঁছায়।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং এ প্রেক্ষিতে মুদ্রা এবং রাজস্ব নীতিতে 'চাহিদা' কমিয়ে 'সরবরাহ' বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হচ্ছে। ওএমএস-এর আওতা বৃদ্ধি এবং প্রায় ১ কোটি দরিদ্র মানুষকে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা স্বল্প মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারেন। এছাড়া, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানিতে শুল্কহ্রাস এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদের হার বৃদ্ধি প্রভৃতি পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৪,৭৮,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে সাময়িক হিসাবে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত আহরিত হয়েছে ২,৮৬,৩৪৯ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৯.৯১ শতাংশ। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৪,৩৩,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত আহরণ হয়েছিল ৩,৬৬,৭৭৬ কোটি টাকা অর্থাৎ আহরণের হার ছিল ৮৪.৭১ শতাংশ। অন্যদিকে, সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৭,১৪,৪১৮ কোটি টাকার বিপরীতে মার্চ পর্যন্ত সময়ে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ব্যয় হয়েছে ৩,৩০,৯২৮ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৪৬.৩২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২,৪৫,০০০ কোটি টাকা (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৭.৬৬ শতাংশ বেশি।

রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনায় চলমান সংস্কার কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সরকার সতর্ক রয়েছে। তবে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও প্রকৃত বাজেট ঘাটতির পরিমান দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৪.৭ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকৃত বাজেট ঘাটতি ছিল ৪.৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপি'র ৪.৭ শতাংশ।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মূল্য স্থিতিশীলতা (price stability) বজায় রাখা মুদ্রানীতির প্রধান লক্ষ্য। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত সর্বশেষ মুদ্রানীতি বিবৃতি (জানুয়ারি-জুন, ২০২৪)-এ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে প্রাধান্য দিয়ে ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার সহনীয় পর্যায়ে রেখে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি চাপ প্রশমন ও বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকেও সংকোচনমুখী মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নে জানুয়ারি-জুন ২০২৪ সময়কালে বেশ কিছু নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: নীতি সুদহার করিডোর +২০০ বেসিস পয়েন্টস থেকে কমিয়ে +১৫০ বেসিস পয়েন্টস করা, পলিসি রেট (ওভারনাইট রেপো সুদহার) ২৫ বেসিস পয়েন্টস বৃদ্ধি করে বিদ্যমান ৭.৭৫ শতাংশ হতে ৮.০০ শতাংশ করিডোরের ঊর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) ২৫ বেসিস পয়েন্টস হ্রাসকরত: বিদ্যমান ৯.৭৫ শতাংশ হতে ৯.৫০ শতাংশ, নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) ৭৫ বেসিস পয়েন্টস বৃদ্ধি করে বিদ্যমান ৫.৭৫ শতাংশ হতে ৬.৫০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা প্রভৃতি।

উল্লেখ্য, গত ৮ মে ২০২৪ নীতি সুদহার বিদ্যমান ৮.০ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্টস বৃদ্ধি করে ৮.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাংকসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনা অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার লক্ষ্যে নীতি সুদহার এসএলএফ এবং এসডিএফ এর সীমা উভয় ক্ষেত্রে ৫০ বেসিস পয়েন্টস বাড়িয়ে যথাক্রমে ১০.০ শতাংশ এবং ৭.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.১৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই মাসে ছিল ১৫.৫৮ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২২.৪৭ শতাংশ এবং ৯.৯৬ শতাংশ, যেখানে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে উক্ত ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৩৩.৮৭ শতাংশ ও ১২.১৪ শতাংশে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এর প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৮.৮৯ শতাংশে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৮.৭৭ শতাংশ।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপ্রিল শেষে উভয় পুঁজি বাজারে মূল্যসূচক কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিগত অর্থবছরের শেষে (৩০ জুন ২০২৩) এর তুলনায় ৩০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে ঢাকা স্টক

এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ১১.৯৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫৮৪.৬৫ পয়েন্টে। একই সময়ে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর সার্বিক মূল্য সূচক ১৪.৭০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫,৯৫৩.০৬ পয়েন্টে।

আইএমএফ-এর Outlook, April, 2024 -এ বিশ্বব্যাপী পণ্য ও সেবা বাণিজ্য ২০২৩ সালের ০.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ সালে ৩.০ শতাংশে এবং ২০২৫ সালে ৩.৩ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ধারা বজায় রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪৩,৫৫৪.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৩৯ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, জুলাই-মার্চ, ২০২৪ সময়ে আমদানির (সিএন্ডএফ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৯,২১৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৫৪ শতাংশ কম। আমদানি ব্যয় হ্রাসের অন্যতম কারণ হলো সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ। এছাড়া, জুলাই-মার্চ, ২০২৪ সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ৬.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭,০৭৪.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে ।

বর্তমান বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ফলে উদ্ভূত বিরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য এবং দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে পণ্য বহুমুখীকরণ, বাজার বহুমুখীকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টিতে নানাবিধ বছরভিত্তিক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে ২ হতে ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৭৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৪,৬৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৫,৭৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত দাঁড়ায়, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ঘাটতি ছিল ৩,২৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকলেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নিট) ও বাণিজ্য ঋণ (নিট) এর পরিশোধ বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক হিসাবে ঘাটতি পূর্ববতী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৯,২৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ফলে উক্ত সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪,৭৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যার ফলে বৈদেশকি মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে এবং বিনিময় হারে অবচিতি ঘটেছে। মার্চ, ২০২৪ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ২৫.২২ বিলিয়ন ডলার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়ায় ১১০.০ টাকায়। টাকা-ডলার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে গত ৮ মে ২০২৪ প্রতি মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ১১৭ টাকা নির্ধারণ করে Crawling Peg Exchang Rate (CPMR) System প্রবর্তন করা হয়েছ। সর্বশেষ ৯ মে ২০২৪ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (গ্রস) দাঁড়িয়েছে ২৫.২৭ বিলিয়ন মর্কিন ডলার।

অর্থনীতির খাতভিত্তিক পরিস্থিতি

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খাদ্য শস্যের উৎপাদন ব্যবস্থায় উর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫১৩.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৪৬৭.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি খাতে খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩০.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন।

দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি বাবদ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ২৫,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমে ভর্তুকি বাবদ ১৩.০৫.২০২৪ পর্যন্ত মোট ১৬,৮২৪.১৫ কোটি টাকা (নগদ: ৭,০৭১.০১ কোটি টাকা এবং বন্ড: ৯,৭৫৩.১৪ কোটি টাকা) ছাড় করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ ৬০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার মধ্যে মার্চ, ২০২৪ মাস পর্যন্ত ৫৮৩.৪৯ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে ।

বিগত বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় দেশে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩২,৮২৯.৮৯ কোটি টাকা। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫,০০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২৩,৬৯০.৭৫ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৭.৬৯ শতাংশ।

বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন The State of World Fisheries and Aquaculture, 2022 অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অর্জন করেছে।

বিবিএস এর শিল্প উৎপাদনসূচক অনুসারে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কুটির শিল্প; ছোট, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং বৃহৎ শিল্প সমূহের উৎপাদন সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ৯.৯৭ শতাংশ, ৯.০৩ শতাংশ এবং ৮.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধি, মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কটেজ, মাইক্রো, স্মল ও মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (CMSME) খাতের গুরুত্ব অনস্বীর্কায। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিগত ২০২৩ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়ে ১৩,১৯,১৫৯টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২,২৯,৩১২.৩৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়কালে ২,৩৬,১৭২টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১৪,৮৫৩.২০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম দুই ত্রৈমাসিক অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,০৯,৫০৩.৩১ কোটি টাকা। দেশে বিদ্যমান ৮টি ইপিজেড-এ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৪৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে এবং ১০৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৬,৬৫৪.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ৪,৮২,১০১ জন বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছে, যার মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী।

বর্তমানে দেশে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ৩০,০৬৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। চাহিদার বিপরীতে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৬,৪৭৭ মেগাওয়াট (৩০ এপ্রিল, ২০২৪) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিতরণ প্রান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বর্তমানে সঞ্চালন লাইন ১৪,৯৬২ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৬.৪৩ লক্ষ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া গ্রাহক সংখ্যা ৪.৬৪ কোটিতে পৌঁছেছে এবং মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ৬০২ কিলোওয়াট ঘণ্টায় (২০২২-২৩) উন্নীত হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায় ৫৪ হতে ৫৯ শতাংশ চাহিদা পূরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৯টি। পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট প্রাথমিক গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৪০.৫৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত ও সম্ভাব্য (2P) মজুদের পরিমাণ ২৮.৮৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। দেশে ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২০.৭২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে, জানুয়ারি ২০২৪ এ উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ প্রায় ৮.১৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণ এবং দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণের জন্য গ্যাস ও তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, এলএনজি, ডুয়েল-ফুয়েল, পারমাণবিক এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে গৃহীত মেগা প্রকল্পসমূহ, যথা- পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও অনুরূপ প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। বর্তমানে (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,৪৭৬ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। প্রায় ৩,২৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৩টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। বাস্তবায়নাধীন রেলওয়ে মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ছাড়াও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কনটেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স পিএলসি বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ২১টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ৩১,০৩,৪০১ জন যাত্রী ও ২৬,৯০৪ টন কার্গো পরিবহন করেছে। ২০০৪ সালে মোবাইল ফোনের ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ মিলিয়ন, যা ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে ১৯০.৪৬ মিলিয়ন এ দাঁড়িয়েছে। দেশে ইন্টারনেটের সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে

বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জানুয়ারি ২০২৪-এ ১২৯.১৮ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে (২০২২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীট ভর্তির হার ৯৭.৫৬ শতাংশ। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাতক শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০০৫ সালে বিদ্যমান দারিদ্র্যর হার ৪০.০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালে প্রকাশিত বিবিএস খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮.৭ শতাংশে। চরম দারিদ্র্যের হার ১২.৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৫.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বেসরকারি খাতের প্রসার ও এই খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে সরকার বিভিন্ন ধরনের নীতি ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা। ইতোমধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ১১টি অঞ্চল (৩টি সরকারি ও ৮টি বেসরকারি) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে এবং ২৯টি (১৫টি সরকারি ও অন্যান্য এবং ১৪টি বেসরকারি) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বেজা ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ১২৫টি সেবা প্রদান করে, যার মধ্যে ৬০টি সেবা অনলাইনে এবং ৬৫টি সেবা অফলাইনে প্রদান করা হয়। ২০২৩ সালে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) দেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) পরিমাণ (নিট) দাঁড়িয়েছে ২,১১৫.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগ (স্থানীয় ও বৈদেশিক) খাতে মোট ৭০০টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সর্বমোট ৫,৪৫,৫৪১ মিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, মোট ৭৮টি পিপিপি প্রকল্পের মধ্যে বেসরকারি অংশীদারদের সাথে ১৭টি পিপিপি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার আনুমানিক প্রকল্প ব্যয় ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার National Adaptation Plan (NAP), 2023-2050 অনুমোদনপূর্বক তা United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এ দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালে Nationally Determined Contributions (NDC) হালনাগাদপূর্বক তা UNFCCC-তে দাখিল করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জলবায়ু সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে উন্নীত করে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ হিসেবে পরিণত করার লক্ষ্যে Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP), 2022-2041 গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan (BCCGAP) এবং জেন্ডার গাইড লাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নে এই গাইড লাইন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিগত ২০১০ সালে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) গঠনের পর চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত তহবিলে সর্বমোট ৩,৯৬৮.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এ পর্যন্ত ৯৬৯টি (সরকারি-৯০৮টি, বেসরকারি-৬১টি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭২১টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এসব প্রকল্প প্রাথমিক অবস্থায় পাইলট আকারে বাস্তবায়িত হলেও স্থানীয় জনগণ এগুলোর সুফল ভোগ করছে।